প্রয়াগ
বুধবার, ২৭ নভেম্বর, ২০১৩ ১০

রক্তক্ষরণ ছাড়াই নি-রিপ্লেসমেন্ট করার সুযোগ বেল ভিউ-তে

সোমা দাস ঃ বর্তমানে আমরা যে ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ তাতে সবচেয়ে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় যখন আমাদের বয়স প্রায় সবে ৩০ পেরিয়েছে আর হাঁটুর সমস্যা, দেখা দিয়েছে। কারণ বর্তমানে মধ্যবয়সী থেকে বৃদ্ধ সবারই হাঁটু সমস্যা একটি বড় সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। দৌড়ে বাস ধরতে গিয়ে অনেকেরই হাঁটু হঠাৎ আটকে যাচ্ছে, মালাইচাকির কাছে এক অস্বস্তিকর ব্যথা। আবার মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩০ পেরোনোর পর পরই শরীরে ক্যালসিয়াম জনিত অভাবে হাঁটুর সমস্যা ফলে হাঁটু ভাঁজ করে বসা বা মাটি থেকে চটপট উঠে দাঁড়ানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। অনেকের আবার কম বয়সেই আর্থারাইটিসের সমস্যা দেখা দেয়। প্রতিটি ঘরে কম বেশি সবারই এই ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, ফলে তারা সম্মুখীন হচ্ছেন ডাক্তারদের। আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি সব কিছু করার পরও যদি ব্যর্থ হন, তা হলে তারা বাধ্য হচ্ছেন নি-রিপ্লেসমেন্ট করাচ্ছেন।

নি-রিপ্লেসমেন্ট এমন এক সার্জারি যা হাঁটুর রোগের জন্য মোক্ষক বলে মনে করা হয়। তবে অনেকে ভয় পায় যদি এই চিকিৎসায়ও না কমে, রক্তপাত হয়, সঠিক ভাবে দাঁড়াতে না পারে ইত্যাদি। তবে এই ধরনের সব ধারণাই ভুল। এখন নি-রিপ্লেসমেন্ট করা হচ্ছে কোনও ভয় ছাড়াই।

সম্প্রতি এই ধরনের সার্জারি করে সাংবাদিকদের সামনে দেখানো হল বেল ভিউ ক্লিনিকে। এ দিন ড. সন্তোষ কুমার একই দিনে তিনটি সার্জারি করেন। ড.সন্তোষ কুমার এবং তার টিম রক্তক্ষরণ ছাড়াই নি-রিপ্লেসমেন্ট করে দেখালেন। সার্জারিটি করতে তিনি সময় নেন মাত্র ঘন্টা দেড়েক। এই সার্জারিটির নাম 'মিনিম্যালি ইনভেসিভ, কম্পিউটার-অ্যাসিস্ট- টোটাল নি আর্থোপ্লাস্ট(এমআইসিএ-টিকেএ) সার্জারি'। ডাক্তারের বক্তব্য, গত তিন মাস ধরে এই ধরনের সার্জারিটি করানো হচ্ছে। এই সার্জারিটি করার খরচ ১.৭ লক্ষ টাকা। এই সার্জারিটি হওয়ার পর রোগীকে বেশিদিন ক্লিনিকে থাকতে হবে না, মাত্র ৩ দিনে ডিসচার্জ করা হবে রোগীকে। সব থেকে বড় কথা, এই ধরনের সার্জারিতে রক্তক্ষরণ হবে না এবং পায়ের থাইয়ের পেশিও পাতলা হবে না। আর তিন-চার মাস পরই স্বাভাবিক ভাবে রাস্তায় হাঁটতে, গাড়ি চালাতে পারবেন। কম্পিউটার-বেসড এই সার্জারিতে সুস্থ হওয়ার সুযোগ খুব তাড়াতাড়ি থাকে।